খবর এই দিন
শনিবার। ২০ জুন ২০১৫
৪ আষাঢ় ১৪২২
দাম ৪ টাকা
কলকাতা, দক্ষিণবঙ্গ, শিলিগুড়ি থেকে একসঙ্গে প্রকাশিত
বর্ষ ৪ • সংখ্যা ১৫৩
Vol. IV. No. 153

এক ক্লিকে বাংলার খানা-তল্লাশি পর্যটকদের জন্য 'বেঙ্গল ক্যুইজিন'

লন্ডন থেকে কয়েকদিন আগে কলকাতায় এসেছে মিতিন । কলকাতায় ঘোরার পাশাপাশি এখানকার খাবারও চেখে দেখার ইচ্ছা তার। কিন্তু সমস্যা একটাই। কোথাকার রসগোল্লা ভাল বা কোথায় পাওয়া যায় ইলিশ মাছের পাতুরি কিংবা কোথায় পাবে ডাব চিংড়ি? তার হদিশ দেবে কে? তবে এই হা পিত্যেশের দিন এবার শেষ। কলকাতায় পর্যটক টানতে নতুন উদ্যোগ পর্যটন দপ্তরের। পর্যটকদের রসনার তৃপ্তির সব তথ্য নিয়ে হাজির পর্যটন দপ্তরের ওয়েবসাইট। www. west-bengaltourism. gov.in/web/guest/kolkata-cuisin আর http://bengalcuisine.in/এহ দুই লিঙ্কে ক্লিক করলেই মিলবে সব খাবারের খবর। কোথায় মিলবে কোন খাবার, সেই রেস্তোরাঁর ঠিকানা, থাকছে তাদের যোগাযোগ করার উপায়ও। কিছুদিন আগেই বিধানসভায় পর্যটন বাজেট পেশ করার পর পর্যটন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এ সুখবরটি জানান। অবশেষে তাইই বাস্তবায়িত হল। এ বাংলায় ঘটি-বাঙালের লড়াই যেমন আছে তেমনই খাবারের পাতে রয়েছে তাদের বৈচিত্রপূর্ণ সহবস্থানও। পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙালির সঙ্গে এদেশিদের খাদ্যাভ্যাসে ছিল বিপুল দ্বন্দ্ব। চিংড়ি আর ইলিশের লড়াই তার প্রতীক মাত্র। কিন্তু, এই সব প্রণালীর প্রধান কারিগরদের পরের প্রজন্ম দুই তরফের রান্নাই জমিয়ে উপভোগ করে। আসা অতিথি সামলাতে তার ভরসা বাঙালি রেস্তোরাঁ। তার হদিস মিলবে এই ওয়েবসাইটে। কোন রেস্তোরায় কোন ধরনের খাবার মিলবে তার আলাদা ভাবে বিভাগ রয়েছে এখানে। সদ্য বিবাহিতা পূজা রান্না করতে পারেনা। সে জানাচ্ছে, তার শ্বশুর বাড়িতে তাকে বাঙালি ঐতিহ্যপূর্ণ রান্না করতে বলে। তখন তার ভরসা রান্নার বই। কিন্তু প্রযুক্তির যুগে কে আর বই কিনতে যায়! তাই তার প্রশ্ন এখানে কি রেসিপিও মিলবে? পর্যটন দপ্তর থেকে জানানো হচ্ছে তাদের আশা ভবিষতে তারা এই চেষ্টাও করবে।এছাড়াও, প্রতি জেলায় কিছু কিছু খাবার আছে যা সেই জেলার পতাকা বহণ করে। বিশেষ করে মিষ্টান্ন। যেমন, নদিয়ার কালাকাঁদ বা বর্ধমানের মিহিদানা। এছাড়াও রয়েছে জেলা শহরের কিছু বিখ্যাত মিষ্টি। যেমন ধরা যাক বহরমপুরের রসবড়া, কৃষ্ণনগরের সরভাজা ও সরপুরিয়া, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, চন্দননগরের জলভরা, শান্তিপুরের রসগোল্লা, জনাইয়ের মনোহরা বা মোল্লাচকের দই। ওয়েবসাইটে পর্যটকদের কাছে টানতে বাংলার এই সমৃদ্ধ খাদ্য সম্ভারের ডালি উজার করে দেওয়া হবে। বাদ যাবে না কলকাতাও। তিনশ পেরিয়ে যাওয়া এই শহরে শুধু এদেশের ভিন্ন ভাষাভাষি মানুষেরই সমাগম হয়নি, এসেছে ভিন দেশেরও মানুষ। ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সাক্ষী হয়ে থাকা এই শহরে খাবারেও তাই বিচিত্র সমাহার। দেশে আর অন্য কোন শহরে এত ধরনের খাবারের দোকান

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতরের তরফ থেকে চালু হয়েছে এই বেঙ্গল কুইজিন ওয়েবসাইট।

মূলত জেন ওয়াইদের জন্যই এই ওয়েবসাইট।পাশাপাশি স্ট্রীট ফুডের নাগালও মিলবে এই ওয়েবসাইটে। কলকাতার ঐতিহ্যর সাথে জড়িত খানার হদিশও থাকছে এই সাইটে

পাশাপাশি স্ট্রিট ফুডের নাগালও মিলবে এই ওয়েবসাইটে। কলকাতার ঐতিহ্যর সাথে জড়িত খানার হদিশও থাকছে এই সাইটে। কিন্তু শুধু কি পর্যটকরা উপকৃত হবে? কলকাতার কয়েকজনের সাথে কথা বলে দেখা গেল কলকাতার খাওয়ার ধরন বদলাচ্ছে। বাঙালী খাবারের পাশাপাশি তার পাতে জায়গা করে নিচ্ছে উত্তর ভারত দক্ষিন ভারতের বিভিন্ন পদ। যেমন- এক কলেজ ছাত্রী তিথির সাথে কথা বলে জানা গেল তাদের রোজকার মুখরোচক খাবারের মধ্যে অন্যতম হল মোমো। যা মূলত উত্তর ভারতের খাবার। আবার সারাদিনের অফিসের কাজের চাপে বাড়িতে রান্নার সময় থাকেনা রনিতার। হঠাৎ বাড়িতে নেই যেখানে এত ভিন্ন মানুষের রুচি বা খাদ্যভ্যাসকে সামাল দেওয়া যায়। কলকাতার এই বিস্তৃত খাদ্য মানচিত্র হয়ত এখনই পুরোটা তুলে ধরা সম্ভব নয়, তবে বিস্তারিত ভাবে জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে পর্যটন দফতরের।

কিন্তু হঠাৎ এই উদ্যোগ কেন? পর্যটন দপ্তর থেকে জানানো হচ্ছে, এখন মানুষের হাতে সময় খুব কম। তাদের হাতে হাতে মোবাইল, ট্যাব। তাই তাদের কাছে সহজে সব তথ্য পেশ্ছিতে দিতে এই উদ্যোগ। পশ্চিমবঙ্গে পর্যটকদের সুবিধা করে দিতে বিভিন্ন জায়গায় চালু হয়েছে ওয়াইফাই। তারা কলকাতায় এসে খোজে বাঙালী খাবার। কলকাতার বাসিন্দারাও অনেক সময় বুঝে উঠতে পারেনা কোথায় মিলবে তাদের ইচ্ছামত খাবার। আর তাদের ভোজন রসনার তৃপ্তি করতে সরকারের এই উদ্যোগ। কলকাতায় পর্যটন কেন্দ্র ছাড়াও বাঙালী খাবারও এবার পর্যটকদের কলকাতায় টানবে বলে আশা পর্যটন দপ্তরের।